বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

Money and Banking System of Bangladesh Government

ইউনিট ১৩

ভূমিকা : মানব সভ্যতার ইতিহাসের বহু সময় অতিক্রান্ত হয়েছে বিনিময় ব্যবস্থার উন্নয়নে। অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা এ পথে এক বিস্ময়কর সংযোজন। অতীতে দ্রব্য-কড়ি বিনিময় ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও ক্রমবিবর্তনে মানুষের চলার পথকে সহজ এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৩.১: সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা ও বাংলাদেশ সরকারের আয়-ব্যয়
পাঠ ১৩.২: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা
পাঠ ১৩.৩: বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী
পাঠ ১৩.৪: দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা

পাঠ-১৩.১ সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা ও বাংলাশে সরকারের আয়-ব্যয়

Conception of Public Finance and Income-Expenditure of Bangladesh Government

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সরকারি অর্থব্যবস্থার ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশ সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সরকারি অর্থব্যবস্থা, কর রাজস্ব, কর-বহির্ভূত রাজস্ব।

সরকারি অর্থব্যবস্থা

সরকারি অর্থব্যবস্থা অর্থনীতি শাস্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যেকোনো রাষ্ট্রের জন্য সরকারের যেমন আয়ের খাত থাকে তেমনি ব্যয়ের খাত বা লক্ষ্য থাকে। আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণমুখী, তাই সরকারকে ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়ের সামঞ্জস্য বিধান, সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে নানারূপ রাজস্ব উপকরণ—কর, সঞ্চয়, বিনিয়োগ নিয়ে চিন্তা করতে হয়। জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের মাধ্যমে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন দ্বারা সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে সরকারি অর্থব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মূলত স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানে সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ এবং এ ব্যয় কীভাবে, কোন নীতিতে, কোন উৎস হতে সম্পদ আহরণ করে করা হবে; এতে জনগণের জীবনমানের কী পরিবর্তন হবে, জনগণের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের জন্য কী ধরনের বিনিয়োগ এবং কে করবে; তা সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়।

অধ্যাপক টেইলর (Philip E. Taylor) বলেন, সরকারের অধীনে সুসংবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে জনসাধারণের যাবতীয় আর্থিক সমস্যা নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আর এ মাসগ্রেইভ বলেন, 'যেসব জটিল সমস্যা সরকারি আয়-ব্যয় প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।'

অতএব, অর্থশাস্ত্রের যে শাখায় রাষ্ট্রের সব ধরনের আয়-ব্যয়, ঋণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা ও এদের সমাধানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা (Public Finance) বলা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের আয় ও ব্যয়ের খাত

সরকার কোন কোন উৎস থেকে কত আয় করবে এবং কোন খাতে কত ব্যয় করবে, এর সমন্বিত রূপকে সরকারি আয়-ব্যয় বলে। সরকারের রাজস্ব নীতিতে সরকারের আয়-ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কৌশলগত নির্দেশনা অন্তর্ভূক্ত থাকে।

সরকারি আয়

জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট অর্থবছরে সরকার বিভিন্ন উৎস যেমন : সরকারের প্রাপ্ত রাজস্ব, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান, কর ও ঋণ, টাকা ছাপানো এবং অনুদান ও দান প্রভৃতি থেকে যে আয় বা সামগ্রিক অর্থসম্পদ সংগ্রহ করে, তাকে সরকারি আয় বলা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ হল **(ক)** রাজস্ব কর—যেমন : আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (VAT), আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, অন্যান্য কর ও শুল্ক (আমোদ প্রমোদ কর, ভ্রমন কর, পেট্রোল ও গ্যাসের উপর শুল্ক), মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, বিদ্যুৎ শুল্ক এবং রেজিস্ট্রেশন ও **(খ)** কর বহির্ভূত রাজস্ব—যেমন : সরকারি প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ও মুনাফা; সুদ; সাধারণ প্রশাসন; পর্যটন, ব্যাংকিং ও ভ্রমণে অর্থনৈতিক সেবা; ভাড়া ও ইজারা, টোল ও লেভী; অবাণিজ্যিক বিক্রয়; রেলওয়ে; ডাকবিভাগ; তার ও টেলিফোন; বন

এবং জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ ইত্যাদি। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো মূল্য সংযোজন কর (VAT) এবং আয়কর।

সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ-ব্যয় অপরিহার্য্য। সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকার তালিকায় (i) গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো খাতে ব্যয় বরাদ্দ, (ii) বেসরকারি খাতের উন্নয়নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যয়, (iii) জনকল্যাণমুখী সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয়, (iv) সরকারি খাতের ব্যয়ে কৃচ্ছ্রতা সাধন এবং (v) অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, অধিকতর কর্মসংস্থান, জীবনমানের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রতি বছর বিপুল অর্থ ব্যয় করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	(ক) বাংলাদেশ সরকারের আয়ের খাতসমূহ কী কী? (খ) বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ কী কী—এ সম্পর্কে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- অর্থশাস্ত্রের যে শাখায় রাষ্ট্রের সব ধরনের আয়-ব্যয়, ঋণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা ও এদের সমাধানের বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকে, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলা হয়।
- জাতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট অর্থবছরে সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে যে আয় বা সামগ্রিক অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করে, তাকে সরকারি আয় বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত কোনটি?

(ক) আয়কর (খ) আমদানি শুল্ক (গ) সুদ (ঘ) টোল ও লেভী

২। সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকার খাত হলো–

i. অবকাঠামো খাতে ব্যয় বরাদ্দ

ii. বেসরকারি খাতে উন্নয়নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যয়

iii. জনকল্যানমূখী সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। সরকারি অর্থব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত বিষয় হলো রাষ্ট্রীয়—

i. আয় ও ব্যয়

ii. ঋণ ও বিনিয়োগ

iii. স্বকর্মসংস্থান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৩.২ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা
Banking System of Bangldesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, সুদ বিহীন ব্যাংক।

খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে বিশ্বের প্রথম ব্যাংক 'শান্সী ব্যাংক' (Shansi Bank) এবং ১১৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক 'ব্যাংক অব ভেনিস' (Bank of Venice) স্থাপন করা হয়। (উৎস : NCTB অনুমোদিত : অর্থনীতি প্রথম পত্র (XI-XII শ্রেণি) ২০১৩; রণজিত কুমার নাথ, পৃষ্ঠা- ২২০)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির 'বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২ (১২৭ নং আদেশ)-এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' এর সকল সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল হতে এ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক হল বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। প্রত্যেক দেশে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং দেশের বিভিন্ন অনুন্নত ও পল্লী এলাকায় প্রয়োজন অনুসারে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক এর শাখা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখছে।

এছাড়া, বাংলাদেশে রয়েছে—বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং সুদ বিহীন ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এরূপ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ-আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং অপর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চাহিদা অনুসারে ঋণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। যেমন—সোনালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রূপালী ব্যাংক লিঃ, আই এফ আই সি ব্যাংক লিঃ, ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি।

আবার, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়—তাকে বিশেষায়িত ব্যাংক বলে। যেমন—কৃষি উন্নয়নে 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক', শিল্প উন্নয়নে 'বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ', গৃহ নির্মাণে 'বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন', শিক্ষিত বেকারদের জন্য এবং বিদেশে কর্মসংস্থান লাভের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রভৃতি।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক শস্য উৎপাদন, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়, উদ্যান উন্নয়ন, বন উন্নয়ন ও মৎস্য চাষের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও যৌথ সংস্থাসমূহকে ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংক যদিও ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে উহার কার্যক্রম গ্রহণ করে তথাপি কৃষি উন্নয়ন, গ্রামে ও শহরে কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক এর মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন শিল্প স্থাপন করা এবং বিদ্যমান শিল্প কারখানাগুলোর সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করা। দেশে শিল্প ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিল্প ঋণের যোগান এবং শিল্প সংক্রান্ত পরামর্শদানের মাধ্যমে দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা আবাসিক বাড়ি নির্মাণ, সংস্কার এবং নির্মিত বাড়ির রি-মডেলিং বা কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সুবিধা প্রদান করে আসছে।

এছাড়া বাংলাদেশে আরও এক প্রকার ব্যাংক রয়েছে। সুদ-বিহীন ব্যাংক। এটি ইসলামি ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে হালাল ও হারামের বিধান প্রচলিত রয়েছে। এ ব্যাংকে যারা আমানত জমা রাখে তাদেরকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। সুদ নয়, লাভ-লোকসান গ্রহণে যারা ইচ্ছুক, তারাই এ ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে জড়িত হতে পারে।

ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক। ২৮ মার্চ, ১৯৮৩ইং তারিখ হতে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এ ব্যাংক সম্পূর্ণ সুদমুক্ত হালাল রোজগার ও হালাল বিনিয়োগের ব্যাপারে জনগণকে সাহায্য সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার একটি চার্ট তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এরূপ একটি সংস্থা যেটি দেশে মুদ্রার প্রচলন, ঋণের যোগান ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ, সরকারের পক্ষে দেশে ও বিদেশে সকল আর্থিক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, সরকারকে মুদ্রা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি কাজের একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও উদ্বৃত্ত অর্থ স্বল্প সুদে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ বা উদ্যোক্তাকে তুলনামূলক অধিক সুদে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন ব্যাংককে সকল ব্যাংকের ব্যাংক বলা হয়?

(ক) বাণিজ্যিক (খ) বিশেষায়িত

(গ) ইসলামি (ঘ) কেন্দ্রীয়

২। কোনটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক?

(ক) সোনালী ব্যাংক লিঃ (খ) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক (ঘ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

৩। নিম্নের কোনটি বিশেষায়িত ব্যাংক?

(ক) জনতা ব্যাংক লিঃ (খ) রূপালী ব্যাংক লিঃ

(গ) ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ (ঘ) বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ

পাঠ-১৩.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি
Functions of Bangladesh Bank and Commercial Bank

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, নোট প্রচলন, বিনিময় হার, আমানত গ্রহণ, ঋণদান।

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থার নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশ ব্যাংকও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে থাকে। যেমন—

১. নোট প্রচলন : বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নোট প্রচলন করা। দেশের অভ্যন্তরে নোট চালু করার একচেটিয়া অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া এ ব্যাংক মুদ্রাও স্বর্ণমান নির্ধারণ করে দেয়।

২. শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থা : বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, বিদ্যমান ব্যাংকসমূহের সেবার মান উন্নীতকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের সংগঠক, নিয়ন্ত্রক এবং পরিচালক হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে।

৩. সরকারের ব্যাংক : বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। সরকারের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা পড়ে এবং সরকারি ঋণের হিসাব নিকাশ পরিচালনা করে ও প্রয়োজনে সরকারকে ঋণ দেয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নীতি যেমন—ঘাটতি ব্যয়, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, বৈদেশিক বিনিময় হার নীতি, বাণিজ্যনীতি—এসব বিষয়ে পরামর্শদাতারূপে কাজ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের তহবিল ও সম্পদ বিনা সুদে তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করে। এ ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধিরূপে বিভিন্ন উৎস থেকে সরকারের পাওনা আদায় এবং বিভিন্ন উৎসে সরকারের দেনাও পরিশোধ করে।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যাংক : বাংলাদেশ ব্যাংক এদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংককে তাদের মোট আমানতের শতকরা ৫ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণদান, এদের নগদ জমা সংরক্ষণসহ প্রভৃতি কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পাদন করে। এ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ তদারকি, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, হিসাব নিরীক্ষণ প্রভৃতি কাজও করে থাকে।

এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে চেক আদান প্রদানের ফলে যে দেনা-পাওনার উদ্ভব হয়—তার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিকাশ ঘর হিসেবেও ভূমিকা রাখে।

৫. বিনিময় হার ও মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা : বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যদেশের বিনিময় হার ঠিক রাখা এ ব্যাংকের অন্যতম কাজ। এ ব্যাংক দেশে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়া, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং বাণিজ্যচক্র রোধেও সদা সচেষ্ট থাকে।

৬. প্রতিনিধি : বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্বব্যাংক, ব্রিকস্ ব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এছাড়া, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে, জাতীয় বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়নেও কাজ করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

আধুনিকযুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ ভূমিকা পালনার্থে বাণিজ্যিক ব্যাংক যেসব কাজ সম্পাদন করে থাকে তা হলো :

১. আমানত গ্রহণ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত গ্রহণ। এ আমানত সাধারণত তিন প্রকার। যথা— (ক) চলতি আমানত, (খ) সঞ্চয়ী আমানত ও (গ) স্থায়ী আমানত। চলতি আমানতের টাকা চাওয়া মাত্র আমানতকারীকে ফেরৎ দিতে হয়। এ আমানতের উপর কোনো সুদ প্রদান করা হয় না। সঞ্চয়ী আমানতে একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে টাকা আমানতকারী তুলে নিতে পারে এবং কিছু সুদ পায়। স্থায়ী আমানতে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে টাকা উঠানো যায় না। স্থায়ী আমানতে সুদের হার সঞ্চয়ী আমানতের চেয়ে বেশি।

২. ঋণদান : যথোপযুক্ত বন্ধকির মাধ্যমে গ্রাহককে ঋণদান করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ। এ ঋণের মাধ্যমে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে।

৩. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি : বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকারের বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুণ্ডি প্রভৃতি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়। উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ লেনদেনই চেকের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

৪. মূলধন গঠন : বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান একটি কাজ হলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে মূলধন গঠন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

৫. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা : দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচুর অর্থের যোগান দেয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য একই সাথে ভালো পরামর্শ দেয়। এ ব্যাংক ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, হুণ্ডি বাট্টাকরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কল্যাণ সাধনে একস্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ করে, জনসাধারণের বৈদেশিক আয় সংগ্রহ করে, জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ করে ভ্রমণে সহায়তা করে। বর্তমানকালে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি দেশে অর্থনীতির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। নোট প্রচলন, দেশে শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলন, সরকারের ব্যাংক হিসেবে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ব্যাংক হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক যদিও জনগণের আমানতের টাকায় ব্যবসা পরিচালনা করে, তথাপি দেশে মূলধন গঠন, বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা প্রদানে এ ব্যাংক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ?

(ক) আমানত গ্রহণ (খ) গ্রাহককে ঋণদান

(গ) বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি (ঘ) মুদ্রা প্রচলন

২। কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ?

(ক) সরকারের ব্যাংক হিসেবে (খ) আমানত গ্রহণ

(গ) শক্তিশালী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা (ঘ) সকল ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে

*** নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

রহিম প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে ব্যাংকে জমা রাখে। বছরের শেষে তার মোট জমার সাথে ব্যাংক কিছু অতিরিক্ত টাকা তার হিসেবে জমা করে।

৩। ব্যাংকটি কোন ধরনের?

i. কেন্দ্রীয়

ii. বাণিজ্যিক

iii. গ্রামীণ ব্যাংক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। উদ্দীপকে ব্যাংকটির অন্যতম কাজ হচ্ছে—

(ক) ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা (খ) নোট প্রচলন করা

(গ) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ (ঘ) ঋণ আদান-প্রদান করা

পাঠ-১৩.৪ দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা
Role of Different Banks in Poverty Alleviation and Self-Employment

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানে বিভিন্ন ব্যাংকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দারিদ্র বিমোচন, স্বকর্ম সংস্থান, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি।

দারিদ্র্য বিমোচন আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিনিয়োগ এবং একই সাথে সামাজিক উদ্যোগ দারিদ্র্য বিমোচেনের সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০.৪ শতাংশ যা ২০১৫ এ নেমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৮ শতাংশে। বাংলাদেশে প্রতিবছর দারিদ্র্য হার ১.৭৪ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে।*

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক স্বল্প সুদে কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে। এছাড়া, বাণিজ্যিক ব্যাংক মধ্যস্বত্বভোগী একটি ব্যবসায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংক নিরলস সেবা প্রদান করছে। বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠন অপরিহার্য এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এ ব্যাংক অলসভাবে পড়ে থাকা জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত গ্রহণের মাধ্যমে একত্রিত করে তা সঠিকভাবে বিভিন্ন উৎপাদনকাজে বিনিয়োগ করতে সহায়তা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণেও ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপরিউক্ত কার্যক্রমের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হয়। কারণ এ ব্যাংকের কার্যক্রমের দ্বারা দেশে অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, বাণিজ্যিক ব্যাংক স্ব-কর্মসংস্থানেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ ও পরামর্শ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এর ফলে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্ব-উদ্যোগে হাঁস-মুরগির খামার, পশু পালন খামার, সবজি উৎপাদন, নার্সারি স্থাপন, বনায়ন প্রভৃতি কাজ করার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানে উদ্যোগী হয়।

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি : তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

* অর্থ মন্ত্রণালয় (২০১৬), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ২১৪

সারণি : দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম।

ব্যাংকের নাম	সুবিধাভোগীর সংখ্যা		
	মহিলা	পুরুষ	মোট
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৬৪০,৬৮২	৩৫৭,২৭৬	৯৯৭,৯৫৮
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৭৮	২,৭৫৯	২,৯৩৭
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২,৩০৮	৪০,২৭২	৪২,৫৮০
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৭৪৮,৩৭০	১৯৮,৯৩৫	৯৪৭,৩০৫
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১,০৫৪	১৯,১৫৫	২০,২০৯
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৩৩২,৯৯৩	৯২,৬২৮	৪২৫,৬২১
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৮২৬	১১,৫৬৮	১২,৩৯৪
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১৩৬,৯০৩	১৪,৮৪০	১৫১,৭৪৩
মোট	১,৮৬৩,৩১৪	৭,৩৭,৪৩৩	২,৬০০,৭৪৭

উৎস : সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

এছাড়া, গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৪৭২টি উপজেলার আওতাধীন ৮১,৩৯২টি গ্রামে ৮৮.০৭ লক্ষ সদস্যের মধ্যে এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। এর মধ্যে শতকরা ৯৬.৫১ ভাগ মহিলা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত দেশের আর্থ-সামাজিক খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলধন গঠন, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন সাধনসহ দারিদ্র্য বিমোচন এবং স্বকর্মসংস্থানে ব্যাপকভাবে অবদান রাখছে।

সারসংক্ষেপ

- দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে এখাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশে শক্তিশালী ব্যাংকিং খাত গঠনের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।
- এছাড়া স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করে। এরফলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি অত্যন্ত সফল এবং 'রোলমডেল' হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হল :

i. হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন

ii. নার্সারি স্থাপন

iii. বনায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনেনর সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে-

i. সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম

ii. বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিনিয়োগ

iii. সামাজিক উদ্যোগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা :

পাঠ ১৩.১ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ক

পাঠ ১৩.২ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। গ

পাঠ ১৩.৩ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। ঘ

পাঠ ১৩.৪ ঃ ১। ঘ ২। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

'সত্য' সদ্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি পান যা দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। সত্যর বন্ধু নিরবও অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যারা জনগণের অর্থ আমানত রাখে ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।

(ক) সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১

(খ) আয়কর সরকারি আয়ের উৎস কী না? বুঝিয়ে লেখ। ২

(গ) উদ্দীপকের আলোকে সত্যর প্রতিষ্ঠানের তিনটি প্রধান কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে 'সত্য' ও 'নিরব' এর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়? তোমার মতামত দাও। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

X দেশটি দরিদ্র জনবহুল দেশ। দেশের জনগণের শিক্ষার হার নিম্ন, মাথাপিছু আয় স্বল্প, বেকারত্বের হার তীব্র এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থবির। উক্ত দেশের সরকার রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয় কর, মূল্য সংযোজন কর, রপ্তানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, সুদের হার, টোল, লেভী, জরিমানা প্রভৃতি খাত সম্প্রসারণ করেন। সরকার প্রাপ্ত রাজস্ব অবকাঠামো উন্নয়ন, জনকল্যানমুখী সামাজিক নিরাপত্তামূলক খাতে ব্যয় ছাড়াও ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার দ্বারা হাঁস-মুরগির খামার, পশু পালন খামার, নার্সারি স্থাপন প্রভৃতির সাহায্যে স্ব-কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে বেকারত্ব কমেছে, জনগণের মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের X দেশের এরূপ সফলতার অভিজ্ঞা পরবর্তীতে Y দেশসহ অনেকে বাস্তবায়ন করছে।

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি? ১

(খ) জনগণের আমানতই বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূলধন বুঝিয়ে লেখ। ২

(গ) উদ্দীপক হতে 'সরকারি অর্থব্যবস্থার' খাতসমূহ চিহ্নিত কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপক হতে X দেশের দারিদ্র্য বিমোচন এবং স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন কর। ৪